بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৬ই জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি গভীর ভালোবাসার আরো কিছু দিক তুলে ধরেন এবং পরিশেষে বাংলাদেশের বার্ষিক জলসার সফলতার জন্য দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত এক খুতবায় আমি মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের আলোকে তাঁর খোদা প্রেমের দিকটি উল্লেখ করেছিলাম। এ সম্পর্কে আজ আরও কিছু বর্ণনা করব। যৌবনকালে এবং নবুয়্যতের দাবির পূর্বেও মহানবী (সা.)-এর মাঝে খোদা প্রেমের এমন এক প্রবল উচ্ছাস ও উদ্দীপনা ছিল যে, এ কারণে তিনি (সা.) ব্যাকুল হয়ে নির্জন গুহায় চলে যেতেন এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে একান্ত আলাপে নিমগ্ন হতেন। আসল বিষয় হলো, যখন আল্লাহ্ তা'লার সাথে গভীর অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয় এবং আধ্যাত্মিক স্বাদ লাভ হয়, তখন প্রকৃতিগতভাবেই নির্জনতা ও একাকীত্ব ভালো লাগে। মহানবী (সা.)-এরও এরূপ অবস্থাই ছিল। আল্লাহ্ তা'লার প্রেমে তিনি এমনভাবে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি সেই নির্জনতাতেই পূর্ণ স্বাদ ও তৃপ্তি পেতেন। এমন একটি স্থান, যেখানে কোনো আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ ছিল না এবং যেখানে যেতেও ভয় লাগত, সেখানে তিনি একাই রাতের পর রাত কাটাতেন।

অবশেষে তাঁর কাছে 'হক' তথা সত্য (ওহী) আসে এবং ফিরিশ্তা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে তাঁকে কুরআনের সূরা আলাকের কয়েকটি আয়াত পাঠ করতে বাধ্য করেন। এরপর তিনি হযরত খাদিজা (রা.)'র কাছে ফিরে এসে পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন এবং বলেন, **আমি নিজের জীবনের ব্যাপারে আশঙ্কাবোধ করছি**। তখন হযরত খাদিজা (রা.) বলেন, কখনোই নয়! আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ আপনাকে কখনোই লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন, অসহায়দের বোঝা বহন করেন, সেসব পুণ্যকাজ করেন যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অতিথিসেবা করেন এবং সত্যের পথে বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন। এরপর হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকে নিজের চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নওফলের কাছে নিয়ে যান এবং তাকে পুরো ঘটনা শোনান। ওরাকা বলেন, **ইনি সেই শরীয়তবাহী ফিরিশ্তা, যাকে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন। হায়! আমি যদি সেই সময় যুবক হতাম! হায়! আমি যদি সেই সময় জীবিত থাকতাম যখন তোমার জাতি তোমাকে বহিস্কার করবে।** এভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে নিজের নৈকট্য দান করেন।

যাহোক, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় মহানবী (সা.)-এর নামাযের অবস্থা এমন ছিল যে, হযরত মুতাররিফ (রা.) তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, **আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে এমন সময়ে যাই, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। আর তাঁর বুক থেকে পাতিলে টগবগ করে পানি ফোটার শব্দের ন্যায় আওয়াজ আসছিল। তিনি এমন প্রচণ্ডভাবে কাঁদছিলেন এবং আহাজারি করছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন পাতিলে পানি টগবগ করে ফুটছে।**

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, যখন তিনি (সা.) **অন্তিম পীড়ায় আক্রান্ত হন, প্রচণ্ড দুর্বলতার কারণে তিনি (সা.) নামায পড়াতে সক্ষম ছিলেন না। একারণে তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন। যখন হযরত আবু বকর (রা.) নামায পড়ানো শুরু করেন, তখন তিনি (সা.) কিছুটা আরাম বোধ করেন এবং নামাযের জন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হন।** হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, **হযরত আবু বকর (রা.)-কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেওয়ার পর যখন তিনি রোগের কষ্ট কিছুটা কম অনুভব করেন, তখন তিনি দু'জন মানুষের**

কাঁধে ভর দিয়ে নামাযের জন্য বের হন। তিনি (রা.) বলেন, **সেই মুহূর্তের দৃশ্যটি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে, প্রচণ্ড ব্যথার কারণে তাঁর পবিত্র পা মাটিতে হেঁচড়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল**। হুযূর (আই.) বলেন, এই হাদীস থেকে জানা যায়, **তাঁর যত গুরুতর অসুখই হোক না কেন, তিনি খোদা তা'লার স্মরণ থেকে বিস্মৃত হতেন না**। সাধারণত মানুষকে দেখা যায়, সামান্য একটু কষ্ট হলেই সব ইবাদত ভুলে যায়। বা-জামা'ত নামায এবং অন্যান্য শর্ত পালনে তো প্রায়ই আলসেমি দেখা দেয়। কিন্তু তাঁর (সা.) অবস্থা এমন ছিল যে, সামান্য রোগ তো দূরের কথা, যে রোগে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং যার তীব্রতা এমন ছিল যে, তিনি বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন, এমনকি উঠে দাঁড়াতেও অক্ষম ছিলেন, কিন্তু যখন নামায শুরু হয়ে যায়; তখন তিনি চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকা সহ্য করতে পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে, (চরম) দুর্বলতা সত্ত্বেও যাতে (তাঁর) পা টলমল করছিল, বা-জামা'ত নামাযের জন্য মসজিদে গমন করেন। এর প্রতি তিনি (সা.) এভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, **যেসব জিনিসকে আমি ভালোবাসি তার মধ্যে একটি হলো, قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ অর্থাৎ, নামাযে আমার চোখ স্নিগ্ধতা লাভ করে**।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করে লিখেন, একবার হযরত আবু বকর (রা.) নামাযের সময় হয়ে গেলে লোকদের অনুরোধে ইমামতির জন্য দাঁড়িয়ে যান। কিছুক্ষণ পর মহানবী (সা.) চলে আসেন আর লোকেরা এটি দেখে হাত তালি দিতে থাকে যেন হযরত আবু বকর (রা.) বুঝতে পারেন যে, তিনি (সা.) চলে এসেছেন। প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরে বুঝতে পেরে হযরত আবু বকর (রা.) পেছনে এসে মহানবী (সা.)-কে ইমামতির জায়গা ছেড়ে দেন। সালাম ফেরানোর পর তিনি (সা.) বলেন, **হে আবু বকর! আমি যখন নির্দেশ দিয়েছিলাম, তখন তোমাকে নামায পড়াতে কোন্ জিনিস বাঁধা দিয়েছিল?** এর উত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, **ইবনে আবি কুহাফার এমন কী যোগ্যতা আছে যে, মহানবী (সা.)-এর সামনে দাঁড়িয়ে নামায পড়াবে!** অতঃপর মহানবী (সা.) লোকদের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং বলেন, **আমি লক্ষ্য করেছি, তোমরা নামাযের মধ্যে অনেক তালি দিয়েছ। নামাযের মধ্যে যদি কোনো ঘটনা ঘটে (বা সমস্যা দেখা দেয়) তাহলে 'সুবহানাল্লাহ্' বলা উচিত; কারণ যখন নামাযী 'সুবহানাল্লাহ্' বলবে, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সেদিকে (ইমামের) মনোযোগ নিবদ্ধ হবে আর তালি দেওয়া তো মহিলাদের কাজ**। অতএব, এ থেকে কয়েকটি বিষয় বুঝা যায় যার মধ্যে একটি হলো, মহানবী (সা.) সারাজীবন এই প্রচেষ্টাই করতেন, যেভাবেই হোক মানুষের মুখে যেন খোদার নাম উচ্চারিত হয়। তিনি নিজে যেভাবে যিকির বা খোদার স্মরণে মশগুল থাকতেন অনুরূপভাবে তিনি প্রত্যেকের মুখে এই শব্দগুলোই শুনতে চাইতেন। যেমন **হাঁচি দেওয়ার সময়, খাবার শুরু করার সময়, আবার তা শেষ করার পর, ঘুমানোর সময়, জাগ্রত হওয়ার পর, নামাযের পর, কোনো বড় কাজ করার সময়, ওযূ করার সময়;** সারকথা হলো অধিকাংশ কাজেই তিনি (সা.) মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার যিকিরের প্রতি মনোযোগী করেছেন।

হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) নামাযের জন্য যখন দাঁড়াতেন তখন দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন। ফলে তাঁর পায়ের পাতা বা গোছা ফুলে যেত। মানুষ যখন তাঁকে বলত, আপনি কেন এমন করেন? তখন তিনি (সা.) উত্তরে বলতেন, **আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?** আল্লাহু আকবার! কেমন প্রণয় আর কীরূপ ভালোবাসা আর কতো গভীর অনুরাগ! খোদা তা'লার স্মরণে যখন দাঁড়াতেন তখন নিজের শরীর ও অস্তিত্বের কোনো খেয়ালই তাঁর (সা.) থাকত না। রক্ত সঞ্চালন নীচের দিকে শুরু হতো এবং তাঁর পা ফুলে যেত, কিন্তু ভালোবাসার কারণে সেটিও খেয়াল করতেন না।

হুযূর বলেন, সারারাত তিনি (সা.) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন বলে সারাদিন আবার পরে পরে ঘুমাতেন এমনটি কিন্তু নয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর ইবাদত এবং দৈনন্দিন ব্যস্ততার বিষয়টি উল্লেখ করে আরেক স্থানে বলেন, **তিনি (সা.) নিজে পাঁচবেলার নামাযে ইমাম হয়ে নামায পড়াতেন। দূর-দূরান্ত থেকে যেসব প্রতিনিধি দল ও দূত আসতো, তিনি নিজেই তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁদের সাথে কথা বলতেন। যুদ্ধের নেতৃত্বও তিনি নিজেই দিতেন। সাহাবীদেরকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাও দিতেন, আবার নিজেই বিচারকও ছিলেন। সারাদিন মানুষের মধ্যে যত ঝগড়া-বিবাদ হতো, তিনি সেগুলোর মীমাংসা করতেন। সম্পদের ব্যবস্থাপনা, বায়তুল মালের ব্যবস্থাপনা, দেশের ব্যবস্থাপনা, ইসলামের প্রচার ও প্রসার, স্ত্রীদের অধিকার পূরণ, অতঃপর ঘরের কাজকর্মে শরীক হওয়া– এসব কাজ তিনি (সা.) দিনের বেলায় করতেন।** আর এসব কাজ সম্পন্ন করার পর ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে সূর্য না ওঠা পর্যন্ত মাথা না তোলার পরিবর্তে তিনি বারবার উঠে বসতেন এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতেন আর মাঝরাত অতিবাহিত হওয়ার পর উঠে ওযু করতেন এবং যখন চারিদিকে নীরবতা ও নিস্তব্ধতা ছেয়ে থাকত, তখন সম্পূর্ণ একা নিজ প্রভুর দরবারে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আর তিনি (সা.) এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পদযুগল ফুলে যেত।

হযরত আবু সালমা বিন আব্দুর রহমানের একটি বর্ণনা রয়েছে। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, রমযানে মহানবী (সা.)-এর নামায কেমন হতো? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, **তিনি (সা.) রমযানে বা অন্য কোনো মাসে এগারো রাকাতের বেশি পড়তেন না। তিনি (সা.) চার রাকাত পড়তেন আর সেগুলোর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস করো না; কতইনা সুন্দর ও দীর্ঘ হতো সেসব নামায। পুনরায় তিনি (সা.) চার রাকাত নামায পড়তেন এবং সেগুলোর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি (সা.) তিন রাকাত নামায পড়তেন। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি বিতর পড়ার আগে ঘুমিয়ে পড়েন? তিনি (সা.) বলেন, আমার চোখ ঘুমায় ঠিকই, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না, তা তো আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় জাগ্রত থাকে।**

হুযূর (আই.) বলেন, কাজেই আমাদেরও তাঁর (সা.) আদর্শ অনুসরণে নামায ও ইবাদতের এই মান অর্জনের চেষ্টা করা উচিত; তবেই আমরা প্রকৃত অর্থে মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারব। আমাদের কলম এবং তবলীগের জিহাদেও তখনই বরকত হবে যখন আমরা আমাদের ইবাদতের মান এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার মান বৃদ্ধি করব। আমরা যদি এই জিহাদে অংশ নিতে চাই, তবে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা ও দোয়ার প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হবে এবং আমাদের ইবাদতসমূহের প্রতিও মনোযোগী হতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, আজ বাংলাদেশ জামা'তের জলসাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে যথেষ্ট বিরোধিতাও হয়ে থাকে; তাদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের সবাইকে নিজের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে রাখেন এবং তাদের জলসাও যেন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সমাপ্ত হয়, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ] **(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)**